বাংলাদেশী তরুণ আইটি উদ্যোক্তা কাউছার আহমেদ

মৃণাল কান্তি রায় দীপ

বাংলাদেশের তরুণ আইটি উদ্যোক্তাদের সাফল্যের গল্প বিভাগের এবারের পর্বে থাকছে কাউছার আহমেদের কথা। যিনি 'জুমশেপার' নামে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

জুমশেপার হলো দেশের প্রথম ওয়েব টেমপ্লেট ব্র্যান্ড। একটি ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো প্রেজেন্ট করার জন্য যে টুল ব্যবহার করা হয় তাই টেমপ্লেট। জুমশেপার বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটের জন্য টেমপ্লেট ডেভেলপ করে থাকে। বিশ্বব্যাপী জুমশেপারের এখন ভালো সুনাম আছে। বাংলাদেশে তারাই প্রথম এ ধরনের টেমপ্লেট ব্র্যান্ডিং শুরু করে। এখন অনেকেই এ ধরনের প্রোডাক্টভিত্তিক বিজনেস শুরু করছে। তাদের টেমপ্লেট বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের বিভিন্ন সাইটে ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, সফটওয়্যার কোম্পানি ও নিউজপেপার জুমশেপারের টেমপ্লেট ব্যবহার করে।

কাউছার আহমেদ পড়াশোনার করেছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Yarn Manufacturing Technology-এর ওপর। পড়াশোনার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ে কাজ করতেন। তারপর ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছে থেকেই জুমশেপারের যাত্রা শুরু। কাউছার আহমেদ জানান, তাদের শুরুটা শুধু জুমলা টেমপ্লেট দিয়ে হলেও এখন তারা জুমলা ও ওয়ার্ডপ্রেস এ দুই সিএমএসের জন্য টেমপ্লেট ডেভেলপ করে থাকেন।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পড়ালেখা শেষে চাকরি খুঁজতে ব্যস্ত থাকেন। সেক্ষেত্রে আপনি ভিন্ন হলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কাউছার আহমেদ বলেন, আমি মনে করি যা করতে ভালো লাগে তাই করা উচিত। সবসময় নতুন কোনো কিছু করার ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগত। নতুন কিছু করার জন্যই চাকরি না করে এ লাইনে আসা। তাছাড়া দেশের জন্য কিছু করাও একটা কারণ।

কেমন করে তার এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা– এ গল্পে তিনি বলেন, শুরুতে আমি ফ্রিল্যান্সিং করতাম। এক সময় মনে হলো স্থায়ী উপার্জনের জন্য কিছু একটা করা যেতে পারে। আগে থেকেই ডিজাইন করতাম। তাই টেমপ্লেটিংয়ের ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করি। প্রথমে একা একা কাজ করতাম। মাসে একটা-দুইটা করে ডিজাইন রিলিজ দিতাম। পরে সাইটের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। সেই সাথে কাস্টমার সাপোর্টের চাপও বাড়তে থাকে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ডেভেলপার নেব। পরে বাসার একটা রুমে অফিস দিলাম এবং দু'জন নিয়ে অফিসের যাত্রা শুরু করলাম। পরে আরও চাপ বাড়াতে মোট ৬ জন নিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের মাল্টিপ্লান সেন্টারে অফিস নিলাম। মূলধন বলতে ল্যাপটপ, টেবিল, চেয়ার। তবে এপ্রিল মাসের শুরুতে আমরা ২০০০ স্কয়ার ফুটের একটা নতুন অফিসে উঠি। এখন আমরা জুমলা ও ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএসের জন্য টেমপ্লেট ডেভেলপ করে থাকি। মাসে আমরা একটা টেমপ্লেট রিলিজ দেই আমাদের নিজেদের সাইটে। সাইট থেকে কাস্টমাররা পছন্দমতো টেমপ্লেট কিনে তাদের প্রজেক্টে ব্যবহার করেন। টেমপ্লেটের দাম ৪৯ ডলার থেকে শুরু করে ৬৯৯ ডলার পর্যন্ত। আমাদের বেশ কিছু ফ্রি প্রোডাক্ট আছে যেগুলো বিশ্বব্যপী খুব জনপ্রিয়। হেলিক্স ফ্রেমওয়ার্ক নামে আমাদের একটি থিম ফ্রেমওয়ার্ক আছে, যা দিয়ে খুব সহজে জুমলা ও ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপ করা যায়। এ ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে অনেকেই থিমফরেস্ট নামের এক মার্কেটপ্লেসে থিম বিক্রিও করছে।

কাউছার আহমেদসহ জুমশেপার পরিবারের সদস্যরা

জুমশেপারের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির ব্যাপারে তিনি বলেন, মার্কেটিংয়ের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করি। তার মধ্যে অন্যতম হলো ফ্রি প্রোডাক্ট মার্কেটিং। আমরা বেশ কিছু ফ্রি প্রোডাক্ট রিলিজ দেই প্রতিমাসে এবং সেগুলো জনপ্রিয় সাইটগুলোতে লিস্টিং করি। ওই সাইটগুলো থেকে বেশ ভালো একটা ট্রাফিক আসে। তাছাড়া ই-মেইল মার্কেটিং করি। আমাদের প্রায় ৫০ হাজার নিউজলেটার সাবস্ক্রাইবার আছে। আমরা নিয়মিত বিরতিতে তাদের কাছে নিউজলেটার পাঠাই। সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করি ফেসবুক, টুইটার, গুগলপ্লাসে। নিয়মিত ব্লগ লিখি আমাদের নিজেদের ব্লগে।

জুমশেপারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে কাউছার বলেন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনেক এবং সে অনুযায়ী অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেমপ্লেট ব্র্যান্ড হতে চাই। চাই আরও অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে। এ ক্ষেত্রে বাধা অনেক। সবচেয়ে বড় বাধা ইন্টারনেট স্পিড। তারপর হলো পেমেন্ট। সবকিছু মিলিয়ে অনেক বাধা অতিক্রম করে আমরা আমাদের তথা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

অন্য তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে উপদেশস্বরূপ কাউছার আহমেদ বলেন,

উদ্যোক্তাদের মূল যে গুণ থাকা দরকার তা হলো হাল না ছাড়া। চলার পথে নানা বাধা আসবে এবং এ বাধাগুলো অতিক্রম করার মতো গুণাবলী একজন উদ্যোক্তার থাকতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তিতে নিজেকে হালনাগাদ রাখতে হবে। সময়ে সময়ে রিস্ক নিতে হবে। আর বড় কথা হলো লিডারশিপ কোয়ালিটি থাকতে হবে।

নতুনদের জন্য সবচেয়ে বড় টিপস হলো সবার আগে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। লক্ষ্য ঠিক করে এগুনো অনেক সহজ ও নিরাপদ। সবার আগে জানতে হবে আমি আসলে কী চাই। তারপর সেই চাওয়াটাকে পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোনো কিছুই সহজে পাওয়া যায় না।

আমার কাছে মাঝে মাঝে অনেকে জানতে চান টাকা ইনকাম করার সহজ উপায় কী। আমি এককথায় যে উত্তর দেই তা হলো– টাকা উপার্জনের কোনো সহজ রাস্তা নেই। এর জন্য সঠিক পথে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অধ্যবসায় করতে হবে। হাল ছাড়া চলবে না। সর্বোপরি নিয়মানুবর্তী হতে হবে। নিজে নিয়ম না মানলে কোম্পানির স্টাফদেরকে নিয়মের মধ্যে আনা যাবে না।

আপনি চাইলে হতে পারেন জুমশেপারের একজন যোগ্য সদস্য। ভিজিট করুন তাদের ক্যারিয়ার পেজ www.joomshaper.com/company/we-are-hiring-এ অথবা যোগাযোগ করুন তাদের অফিসে বিস্তারিত তথ্য অথবা কাউছার আহমেদের সাথে কুশল বিনিময়ে কজ

ফিডব্যাক : coffe@joomshaper.com